দৈনিক

# ঢাবির একমাত্র চিকিৎসা কেন্দ্রটি সমস্যায় জর্জরিত

মোশতাক আহমেদ

পঁয়ত্রিশ হাজার ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের চিকিৎসায় নিয়োজিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র চিকিৎসা কেন্দ্রটির নিজেরই এখন চিকিৎসা প্রয়োজন। চিকিৎসকদের অবহেলা, পর্যাপ্ত ওষুধপত্র ও চিকিৎসা সরঞ্জামাদির অভাবসহ নানা সমস্যায় জর্জরিত চিকিৎসা কেন্দ্রটি ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের চিকিৎসা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। এ নিয়ে ছাত্র-শিক্ষকদের নানা অভিযোগ রয়েছে। বেশ কয়েক বছর ধরে এটিকে ৫০ শয্যা হাসপাতালে উন্নীত করার পরিকল্পনা থাকলেও প্রকল্পটি এখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ফাইলবন্দী হয়ে পড়ে আছে।

জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তিন বছর পর অর্থাৎ ১৯২৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা কেন্দ্র চালু করা হয়। তখন ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের সংখ্যা ছিল এক হাজারের মতো। পরে কেন্দ্রটি সামান্য উন্নীত করে বর্তমান অবস্থায় আনা হয়। যার অবস্থাও খুব নাজুক।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বর্তমান চিকিৎসা কেন্দ্রটি দুইটি ভাগে বিভক্ত। একটি এ্যালোপ্যাথিক ও অন্যটি হোমিওপ্যাথিক। যার দুইটির অবস্থাই খুব খারাপ। জানা গেছে, এই দুইটি ইউনিটে মোট নিয়মিত ডাক্তার রয়েছেন ২৮ জন। এর মধ্যে এ্যালোপ্যাথিক ২২ এবং হোমিওপ্যাথিক ৬। অবশ্য এ্যালোপ্যাথিকে কয়েকজন খণ্ডকালীন ডাক্তার রয়েছেন। এসব ডাক্তার খাতা কলমে নিয়মিত থাকলেও কাজের বেলায় ভিন্ন। জানা গেছে, এসব অধিকাংশ ডাক্তারই বাইরের বিভিন্ন জায়গায় বেশি টাকার বিনিময়ে চিকিৎসা দিয়ে থাকেন। যে কারণে তারা এই চিকিৎসা কেন্দ্রটির প্রতি বিমুখ। চিকিৎসার ক্ষেত্রে তারা করে থাকেন অবহেলা। ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ এসব চিকিৎসকের কাছে গেলে কথা বলার আগেই প্রেসক্রিপশন লিখে দেন। যার বেশির ভাগ ওষুধ হলো প্যারাসিটামল। তাছাড়া এসব ডাক্তারদের মধ্যে দুই একজন ছাড়া কেউ কোন আলাদা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নন। নাক, কান, গলার কোন ডাক্তার নেই। চোখ ও দাঁতের দুই জন থাকলেও সরঞ্জামাদির অভাবে তারা ঠিকমতো চিকিৎসা দিতে পারেন না। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা বিরাট হলেও এই চিকিৎসা কেন্দ্রে কোন গাইনী বিশেষজ্ঞ নেই। মেডিসিনের একজন ডাক্তার গাইনী বিষয়ে চিকিৎসা দিয়ে থাকেন।

শুধু ডাক্তারদের অবহেলাই নয়, নেই পর্যাপ্ত ওষুধপত্র, রয়েছে চিকিৎসা সরঞ্জামাদির অভাব। জানা গেছে, চিকিৎসা কেন্দ্রটিতে একটি কাগজে কলমে এক্সরে মেশিন রয়েছে। ৩০ থেকে ৩৫ বছর আগের এই মেশিনটির প্রতি কারও বিশ্বাস নেই। কারণ সঠিকমতো এক্সরে করতে পারে না। এ্যাম্বুলেন্স আছে দু'টি যার একটি সব সময়ই নষ্ট। সচলটি আবার বিশেষ ব্যক্তিদের কথায় চলে। এই প্রতিবেদক তথ্য জানার সময়; এক ছাত্র এ্যাম্বুলেন্সের জন্য এলেও বিফলে ফিরে যান। শুধু তাই নয়, প্যাথলজি ল্যাবরেটরির অবস্থা খুব খারাপ। সংক্রামক রোগীদের জন্য কয়েকটি আলাদা সিট থাকলেও সেগুলোর অবস্থাও শোচনীয়। মুদ্দা কথায় চিকিৎসা কেন্দ্রটি এখন ছাত্র-শিক্ষকদের চিকিৎসা দিতে বার বার ব্যর্থ হচ্ছে।

অথচ গত অর্থবছরে (২০০২-২০০৩) এই চিকিৎসা কেন্দ্রের জন্য এক কোটি ২৫ লাখ ৯৭ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়। তাছাড়া প্রতি ছাত্রের কাছ থেকে বছরে ৫০ টাকা করে চিকিৎসা বাবদ নিয়ে থাকে। এর পরও চিকিৎসা কেন্দ্রটির অবস্থার উন্নতি হচ্ছে না। জানা গেছে, এসব টাকার অধিকাংশই ব্যয় হয় ডাক্তার, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পিছনে। অভিযোগ রয়েছে একশ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তা চিকিৎসা কেন্দ্রের ওষুধপত্র বিক্রি করে দেন। চিকিৎসা কেন্দ্রের ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীদের বার বার অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না।"

গত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে শিক্ষার্থীদের চাপে কর্তৃপক্ষ চিকিৎসা কেন্দ্রটিকে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে উন্নীত করার প্রকল্প হাতে নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর পাঠালেও সেটি এখনও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ফাইলবন্দী হয়ে পড়ে আছে। এ ব্যাপারে চিকিৎসা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত প্রধান ডা. জাহানারা বেগমের কাছে যোগাযোগের জন্য চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি। তবে আরেক ডাক্তার জানান, কর্তৃপক্ষ যদি এদিকে নজর না দেন তাহলে এই অবস্থার উন্নতি হবে না। তিনি বলেন, ইচ্ছা থাকলেও সামর্থ্যের কারণে অনেক কিছু করা যায় না।

## ৫০ শয্যা হাসপাতালে উন্নীতকরণ প্রকল্প শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ফাইলবন্দী

17 MAY 2003